# শিল্পবার্তা

বর্ষ ৪
সংখ্যা ৭
১২ মাঘ ১৪২১
২৫ জানুয়ারি ২০১৫

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৪ আগস্ট ২০১৪ শিল্প মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন

## প্রধানমন্ত্রীর শিল্প মন্ত্রণালয় পরিদর্শন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২৪ আগস্ট ২০১৪ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকারের লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। তিনি দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করেন, বিগত কয়েক বছর ধারাবাহিকভাবে শতকরা ৬ ভাগের বেশী প্রবৃদ্ধি ও বর্তমান মাথাপিছু আয় প্রমাণ করে যে, এ লক্ষ্য ২০২১ সালে আগেই অর্জন করা সম্ভব। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, মানুষের যে আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে তা আজ দৃশ্যমান এবং বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার এই উন্নতিতে প্রতীয়মান হয় ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। তবে এর জন্য প্রয়োজন শিল্পায়ন, শিল্পনীতির বাস্তবায়ন ও পরিবেশবান্ধব শিল্প গড়ে তোলা। আর এভাবেই বাংলাদেশ বিশ্ব পরিমন্ডলে বাঙালি জাতি হিসেবে মর্যাদা লাভ করতে পারে। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য দেশের সেবা করার লক্ষ্যে সকলকে কাজ করার আহবান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

সভার শুরুতে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন সরকার প্রধান এভাবে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে গিয়ে মতবিনিময় করে নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেননি। প্রধানমন্ত্রীর এ উদ্যোগের জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মন্ত্রী উল্লেখ করেন, ১৯৫৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিল্পমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন এবং তখন থেকে বাঙালিদের শিল্পে অগ্রযাত্রা সূচিত হয়। বঙ্গবন্ধু ইপসিক, টি বোর্ড, এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট অফিস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেন, আর এভাবেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে শিল্পের বিকাশ লাভ করতে থাকে। তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন, দেশে আজ শিল্পের যে প্রসার দৃশ্যমান সেটা জাতির পিতারই সৃষ্টি। তিনি আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আগমনে সকলেই আজ আনন্দে উদ্বেলিত। পাশাপাশি আগস্ট মাস সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী, জাতির পিতা ও স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মহাপ্রয়াণের কারণে শোকের মাস হওয়ায় তিনি গভীর শোক প্রকাশ করেন।

শিল্পমন্ত্রী রূপকল্প ২০২১-কে সামনে রেখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অর্জিত অগ্রগতি ও সাফল্য সংক্ষেপে তুলে ধরেন। তিনি সুষ্ঠু সার ব্যবস্থাপনা, হাজারীবাগ ট্যানারী শিল্প সাভারে স্থানান্তর, এপিআই শিল্পপার্ক স্থাপনের উদ্যোগ, শিল্পখাতে সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করতে সিআইপি (শিল্প) কার্ড বিতরণ, রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রদানের উদ্যোগ, প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর মাধ্যমে পাজেরো স্পোর্ট সিজার-৪৫ সংযোজন, বিআইএম কর্তৃক প্রশিক্ষিত জনবল তৈরি, এনপিও কর্তৃক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বেকার জনগোষ্ঠির কর্ম সৃজনের জন্য বিটাকের ইতিবাচক কার্যক্রম ও নবগঠিত অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানের সক্ষমতা বিষয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন।

শিল্পসচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ মন্ত্রণালয়ের ভিশন, মিশন, ২০০৯ হতে জুন ২০১৪ সময়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম, মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, প্রধানমন্ত্রীর ২০০৯ সালে শিল্প মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়ন চিত্র, জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ সংক্রান্ত কার্যক্রম, সার্বিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে অধীন সংস্থা/দপ্তরের সাথে মন্ত্রণালয়ের স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বরাদ্দ, বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প, বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প, ২০১৪-২০১৯ সময়ের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধি, অধীনস্থ ১১ টি দপ্তর/সংস্থার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম, প্রকল্প বাস্তবায়ন, সম্ভাবনা ও অন্তরায় এবং উত্তরণের সুপারিশ ইত্যাদি বিষয় সভায় উপস্থাপন করেন।

এছাড়া শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার প্রধানগণ তাদের নিজ নিজ বিভাগের কার্যক্রম, সাফল্য, সম্ভাবনা, সমস্যা ও সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য করণীয় বিষয়াদি সম্পর্কে সংক্ষেপে বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

## প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ

- শিল্পোন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।
- শিল্পের মালিকানা সরকারী, বেসরকারী ও যৌথ-এই তিন প্রকারের হতে হবে। তবে বেসরকারী মালিকানাধীন শিল্পকে পরিবেশবান্ধব উৎপাদন, শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে।
- নতুন শিল্পকারখানায় শুরু থেকেই বর্জ্য শোধনাগার (ইটিপি) থাকতে হবে। পুরাতন শিল্পকারখানায় মালিকদের ইটিপি স্থাপনের জন্য বাধ্য করতে হবে।
- নগরায়নের মাস্টারপ্ল্যানে শিল্পের জন্য যে জায়গা নির্ধারণ করা হচ্ছে তা শিল্প স্থাপনের উপযোগী কিনা এ বিষয়টি শিল্পমন্ত্রণালয়কে দেখতে হবে।
- কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। মুসলিম দেশসমূহে হালাল খাদ্য রপ্তানীর উদ্যোগ নিতে হবে। রপ্তানীকে বহুমুখী করার লক্ষ্যে চিহ্নিত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উপযোগী শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরির নতুন কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনায় উৎপাদিত কৃষি পণ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দক্ষিণাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলকে প্রাধান্য দিতে হবে।
- বরগুনাতে সুবিধাজনক স্থান চিহ্নিত করে জাহাজ নির্মাণ ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তুলতে হবে। পায়রা বন্দরের নিকট ড্রাই ডক নির্মাণ করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- চামড়া ও চামড়াজাত শিল্পের বিকাশে ট্যানারী শিল্পের দিকে নজর দিতে হবে। সম্ভাবনাময় চামড়া শিল্পের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপযোগী স্থান চিহ্নিত করে চামড়া শিল্পে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য জায়গা দিতে হবে।
- সরকারি অর্থ সাশ্রয় ও সরকারি শিল্প কারখানার উৎপাদিত পণ্যের স্বার্থে সরকারি ক্রয় যতদূর সম্ভব সরকারি প্রতিষ্ঠান হতে করতে হবে। দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত যন্ত্রপাতির অনুরূপ যন্ত্র আমদানি নিরুৎসাহিত করতে হবে এবং আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদনের জন্য শিল্প গড়ে তুলতে হবে।
- সরকারি বেসরকারি শিল্পে বিশেষ করে সার কারখানাগুলোতে গ্যাস সরবরাহের বিষয়টি অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- বিসিকের বিভিন্ন শিল্প নগরীতে যারা প্লট বরাদ্দ নিয়ে শিল্প স্থাপন করছে না, তাদের বরাদ্দ বাতিল করে নতুন উদ্যোক্তাদেরকে বরাদ্দ দিতে হবে।
- বিসিকের শিল্প নগরীর উন্নয়নকল্পে পর্যাপ্ত বাজেটের সংস্থান রাখতে হবে।
- ক্রমঅগ্রসরমান প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে দক্ষ জনবল তৈরীর লক্ষ্যে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো রাজধানী কেন্দ্রিক না করে বিকেন্দ্রিকরণ করতে হবে।
- রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানের অব্যবহৃত জমি বা বন্ধ ও বন্ধপ্রায় শিল্প প্রতিষ্ঠানের জমি দেশী-বিদেশী বিনিয়োগের জন্য উপযোগী করে তুলতে হবে। পরিকল্পিত শিল্প গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনে এসব জমি চিহ্নিত করে বিনিয়োগের নিমিত্ত শিল্পপার্ক তৈরী করতে হবে।
- কপিরাইট অফিস এবং পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর একত্রিত করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে আলোচনা করে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- বাংলাদেশে সুষ্ঠু ও সমন্বিত শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য বাংলাদেশে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা), বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা), বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ইত্যাদির বাইরে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন কোন একটি একক কর্তৃপক্ষ গঠন করা যায় কিনা প্রয়োজনে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনাক্রমে সে বিষয়ে সুপারিশমালা প্রণয়ন করবেন।
- শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন এবং বাজারজাতকরণে গুরুত্ব দিতে হবে।

## শিল্পমন্ত্রীর ভিয়েনা সফর

ইউনিডোর মহাপরিচালকের সাথে শিল্পমন্ত্রী

টেকসই শিল্পায়নের জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে অংশীদারিত্ব (Partnerships to scale up investment for inclusive and sustainable industral development) শীর্ষক দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশ নিতে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু এমপি গত ০২ নভেম্বর থেকে ০৬ নভেম্বর ভিয়েনা সফর করেন। জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (UNIDO) এর আমন্ত্রণে শিল্পমন্ত্রী এ সফরে যান। এতে বাংলাদেশ ছাড়াও জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত দেশগুলো অংশ নেয়। শিল্পমন্ত্রী বাংলাদেশের অর্থনীতিতে, বিশেষ করে শিল্পখাতের উন্নয়নে বর্তমান সরকার গৃহীত উদ্যোগের ফলে অর্জিত উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি তুলে ধরেন। আন্তর্জাতিক এ সম্মেলন থেকে শিল্পখাতে টেকসই উন্নয়ন ও বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইউনিডোর সদস্য দেশগুলোর সাম্প্রতিক গৃহীত উদ্যোগ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে টেকসই শিল্পায়নের জন্য সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ কিংবা যৌথ অংশীদারিত্বে বিনিয়োগের কার্যকর নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন সহজ হবে। সম্মেলনে শিল্পমন্ত্রী ছাড়াও ইউনিডোর মহাপরিচালক, অস্ট্রিয়ার প্রেসিডেন্ট, ইথিওপিয়ার প্রধানমন্ত্রী, সেনেগালের প্রধানমন্ত্রী, জাতিসংঘের মহাসচিব, আফ্রিকান ইউনিয়ন কমিশনের চেয়ারপার্সনসহ জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার পদস্থ কর্মকর্তারা বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনের প্লেনারি সেশনে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে বাংলাদেশ প্রদত্ত বিভিন্ন প্রণোদনা ও সরকারের বিনিয়োগবান্ধব নীতি সম্পর্কে তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। এছাড়া তিনি সম্মেলনের পাশাপাশি জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (UNIDO) এর মহাপরিচালক লি ইয়ং (Li Yong) এর সাথে দ্বি-পাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন।

## কেপিএম এলাকায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে বাঁশ চাষে জাপানের বিনিয়োগ প্রস্তাব

কর্ণফুলী পেপার মিলস (কেপিএম) এর উৎপাদন বাড়াতে মিল জোনে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে বাঁশ চাষ বিনিয়োগে আগ্রহী জাপান। এ লক্ষ্যে জাপানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং এসোসিয়েশন অব আফ্রিকান ইকোনমি এন্ড ডেভেলপমেন্ট জাপান (President of Association of African Economy and Development Japan ECA Committee) এর বর্তমান সভাপতি Mr.Tetsuro Yano শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমুকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব দিয়েছেন। গত ১০ নভেম্বর শিল্পমন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত দ্বি-পাক্ষিক বৈঠকে এ প্রস্তাব দেয়া হয়। এসময়ে শিল্পসচিব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, বাংলাদেশের জাপান দূতাবাসের প্রথম সচিব Kawakami Takayuki সহ জাপানি উদ্যোক্তা সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। শিল্পমন্ত্রী কর্ণফুলী পেপার মিলস জোনে বাঁশ চাষে জাপানি বিনিয়োগের প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। তিনি বাঁশ চাষে কেপিএমের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে বিএমআরইকরণসহ একটি সমন্বিত প্রস্তাব দেয়ার পরামর্শ দেন।

## শিল্পসচিবের সাথে এপলাক টিম প্রধানের সাক্ষাৎ

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) এশিয়া প্যাসেফিক ল্যাবরেটরি অ্যাক্রেডিটেশন কো-অপারেশন (APLAC) এর স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে এপলাকের একটি মূল্যায়ন টিম গত ২ থেকে ৬ নভেম্বর বিএবি'র প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা যাঁচাই করেছে। ০৬ নভেম্বর এপলাক মূল্যায়ন টিমের প্রধান পিটার আনজার (Mr. Peter Unger) শিল্পসচিব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি এর সাথে বৈঠককালে বিএবি'র টেস্টিং এন্ড ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরি অ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

এপলাক টিম প্রধানের সাথে শিল্পসচিব

## ভোজ্য তেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ আইন বিষয়ে গোল টেবিল বৈঠক

গত ০৭ জানুয়ারি, ২০১৫ রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে 'ভোজ্যতেলে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধকরণ' বিষয়ক গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জনগণের মধ্যে ভিটামিন 'এ' ঘাটতিজনিত রোগ-বালাই প্রতিরোধের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় গৃহীত "বাংলাদেশে ভোজ্যতেলে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধিকরণ" (Fortification of Edible Oil in Bangladesh) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এ বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকল্পের সহকারী পরিচালক (প্রোগ্রাম) খন্দকার মুমতাহিনাহ সিদ্দিকী। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইমপ্রুভড নিউট্রিশন এর কান্ট্রি ডিরেক্টর বসন্ত কুমার কর। এতে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক, ভোজ্য তেল রিফাইনারি ব্যবস্থাপক, সরকারি বেসরকারি ল্যাবরেটরির কর্মকর্তা ও পরীক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা আলোচনায় অংশ নেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু বলেন, শিল্পসমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য অর্জনের জন্য দেশে সুস্থ, সবল ও মেধাবী জনগোষ্ঠি প্রয়োজন। সরকার ভোজ্য তেলে ভিটামিন 'এ' এবং ভোজ্য লবণে আয়োডিন মিশ্রণের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এসব কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট খাতের উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রয়োজন। তিনি কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে ভোজ্য তেল রিফাইনারি মালিকদের ভোজ্যতেলে বাধ্যতামূলকভাবে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণের পরামর্শ দেন। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে যুগান্তকারী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। ফলে দেশে মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমার পাশাপাশি জনগণের গড় আয়ু বেড়েছে। এর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে 'সাউথ-সাউথ অ্যাওয়ার্ড' অর্জন করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, পুষ্টি ঘাটতি মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার গৃহীত কর্মসূচি বিশ্বের জন্য অনুকরণীয় মডেল। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশই প্রথম 'ভোজ্য তেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ আইন' প্রণয়ন করেছে। এ আইন অত্যন্ত বাস্তবসম্মত উল্লেখ করে তারা এর প্রয়োগ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেন। এটি প্রয়োগ হলে, বাংলাদেশে ভিটামিন 'এ' ঘাটতিজনিত রোগ-বালাই দ্রুত হ্রাস পাবে বলে তারা আশা প্রকাশ করেন। তারা এক্ষেত্রে জনমত গঠনে ইতিবাচক অবদান রাখতে গণমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিষয়টি গণমাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়।

# An approach for efficient management of audit issues -Ministry of Industries in focus.

-Md. Aminur Rahman*

Ministry of Industries has been mandated with the authority of Industrial management along with 34 other businesses allocated by the government of Bangladesh. Four corporations are set up under this ministry, each of which has many enterprises or commercial industrial units. The ministry has 7 more organizations and institutions for production of goods and services. All the corporations and organizations/institutions are characterised by some sorts of activities subject to financial management. The Department of Commercial Audit (DCA), a wing of Office of the Comptroller and Auditor General of Bangladesh is responsible for periodic inspection of the financial discipline of the organizations/institutions, corporations and enterprises there under. From the beginning of establishment of the ministry and its' subordinate offices, they have been audited and number of audit objections were noted by DCA. The audit objections pass through four stages, namely general, advanced, drafted and reported. The audit objections are classified differently into seven and those are theft, misappropriation, deficiency, undue payment, misuse, failure to recover public demand and other irregularities.

Primarily some audit objections are set out at the time of inspection upon responses of the auditee and many of them are weived after perusal of broad sheet reply of the parties audited. The audit objections are disposed of at different stages on the basis of acceptable explanation, documentary support or compliance of recommendations in the audit report. Given some exceptions, objections at general stages are discussed in bilateral meeting and the objections at advanced stage are discussed in tri-patriate meeting to settle them considering newly presented valid reasons, compliance reports and spot reality. The parties of bilateral meeting are the auditors and concerned enterpise managers, when the tripatrate meeting includes a representative of the Ministry of Industries as the chair. The audit objections not settled down during advanced stage are listed in the draft publication of annual audit report by the CAG. Audited corporate bodies are notified for submission of any proof to find out way to drop objections from the report to be published. Finally, a number of audit objections are published in the annual report of the CAG and submitted to the honourable President of Bangladesh for his kind notice and action.

The President refers the report to Bangladesh Parliament for further procedure. The Public Accounts Committee formed by the parliament, a very high powered authority comprised of Members of Parliament, take the report from CAG into account and ask the Ministry of Industries to appear before them in meetings with progress report as to how the ministry has responded to the objection and why the amount of involved money will not be realised from the persons pointed out to be responsible in the objection. The concerned authority of the enterprises are allowed to respond and defend themselves with convincing documents and/or logical explanation. After discussion and examination of the response from the ministry, committee passes directives to recover the financial disorder pointed out in the objections on table.

The audit wing of the Ministry of Industries is resposible to deal with all the issues raised in connection with the auditing and its' disposal process as briefly reflected above. It has role of oversighting the financial mangement system of the associated body corporates.

As of May 2014, a total of 5602 audit objections involving Taka 92.61 billion remained pending at four stages of which 62% were at general stage, 31% at advanced, 2% at draft for report and the rest 5% were reported. But share of involved amount of money with these objections were 47%, 45%, 5.5% and 2.5% respectively. In other way of classification, objection of theft in nature were below 1%, when other irregularities remained at the top with 56%. The following charts may help get a clear exhibit on the status of audit objections in terms of stages and class.

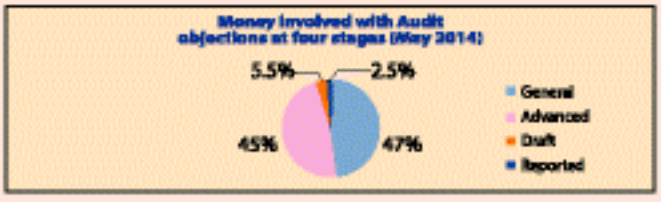

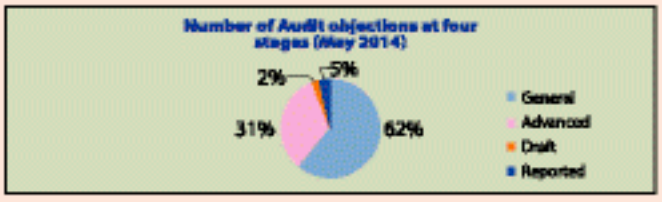

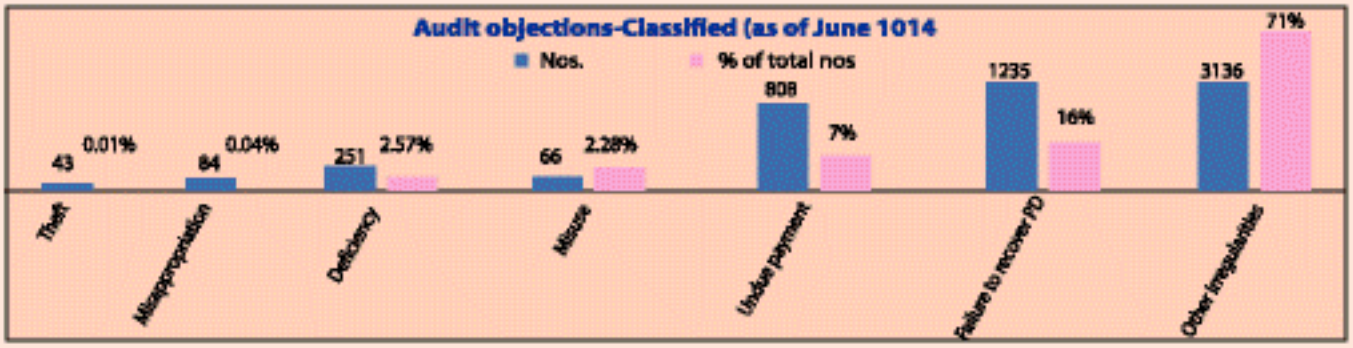

Prevailing system of management in the ministry regarding the audit issues is fully manual and paper based. Settlement of issues requires huge follow up, monitoring, documentation as well as communication and interaction among the stakeholders. Enormous data are generated through several decades, but a few of them have been analysed and processed to information for decision-making use. Absence of specific administrative decisions and legal provisions is predicament to settlement of audit issues and the result is increasing number of objections involving bigger amount of money as there are many issues of same nature being added to the list every year.

Resolution of audit objections is very important and require two-way attention, one is state interest and the other is reduction of sufferings of the audited office from extra load of work and persons concerned from liability imposed. Impact of resolution is thus favourable to both sides. It has always been difficult for the Ministry of Industries to coordinate the audit subjects efficiently as there is no well arrayed information system. General practice of the ministry is to collect data from the organizations when needed. This practice results additional pressure of works on the organization and redundancy of disarrayed papers in the ministry. It becomes very difficult, if not impossible, to check consistency of information in those papers on the same issue as it is time consuming.

Noteworthy that the stakeholders involved with the management of audit issues are many and all of them are very important and interlinked on audit issues. They are, the office of the Comptroller and Auditor General of Bangladesh, Ministry of Industries, Board of Investment in Bangladesh, Privatization Board in Bangladesh, Development partners of Bangladesh, the Departments and Corporations working under the Ministry of Industries, the corporate bodies and enterprises established under the control of the corporations of the Ministry of Industries, Commissions for stock market, the employees of the aforesaid corporate bodies and enterprises, the national and international vendors and suppliers of the corporate bodies and enterprises, private entrepreneurs and the people of Bangladesh at large.

On this backdrop, an efficient system supported by IT applications has to be developed for preservation and processing of data to make documentation easy, real time monitoring of objection disposal and to make communication and interaction among stakeholders faster. A specific Action Plan and its' implementation should be enough to ascertain the governance of the Ministry of Industries in disposal of audit issues and streamlining its' financial management thereby very effectively.

The goal of the approach is to streamline financial management of the Ministry of Industries as well as the organizations and the enterprises there under. This will meet three broad objectives: a) Maintain proper record of audit issues, b) find out the root causes and trend of audit issues and report to the management at the top for decision making and c) settlement of audit objections by dropping out on valid ground or by recovery of claim from the person/s responsible.

The Plan of Action may be implemented by the following organizational set up and as per the design presented in a matrix separately layout this article.

As designed, major part of the Action Plan may be implemented by utilising the in house capacity of the Ministry of Industries and its associated organizations by six months only. Dedicated effort of all concerned is crucial. Only monetary cost will be involved with the establishment of a dynamic relational database including outsourcing some additional workforce for data entry. The cost will be around Taka 50,000 and the Ministry of Industries hopefully has that ability to effort the cost from its' annual allocated budget for ICT.

As described in the Implementation Plan, the Deputy Secretary responsible for audit coordination will be the key actor and remain at the central position. He will activate all other responsible persons and coordinate their works and will be responsible for implementation of the plan and bring forth the result and output of the Action Plan.

* Deputy Secretary, Ministry of Industries

### জেনেভায় অনুষ্ঠিত বিনিয়োগ সম্মেলনে শিল্পমন্ত্রী
## বেসরকারিখাতের বিপুল অর্থ স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে বিনিয়োগের জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বেসরকারিখাতের হাতে থাকা বিপুল সম্পদ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিনিয়োগে রাজি করাতে বিশ্ব সম্প্রদায়ের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। জেনেভা সফরকালে গত ১৬ অক্টোবর সন্ধ্যায় আঙ্কটাড (UNCTAD) এর দ্বি-বার্ষিক বিনিয়োগ সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত "টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিনিয়োগ (Investing in the Sustainable Development Goals)" শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তৃতাকালে শিল্পমন্ত্রী একথা বলেন। নেদারল্যান্ডের বৈদেশিক বাণিজ্য ও উন্নয়নবিষয়ক মন্ত্রী Ms. Lilianne Ploumen এর সভাপতিত্বে বৈঠকে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আঙ্কটাডের মহাসচিব Dr. Mukhisa Kituyi। এতে দক্ষিণ আফ্রিকার বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী Rob Davies সহ চীন, বাহামা, ভুটান, ক্রোয়েশিয়া, কোষ্টারিকা, ইথিওপিয়া, কিরগিজস্তান, লাওস, মালি, শ্রীলঙ্কা, সুইজারল্যান্ড, সুদান, যুক্তরাষ্ট্র, তিউনিসিয়া, নাইজার, নাইজেরিয়া, ইকুয়েডর, গুয়েতেমালা, মাদাগাস্কারসহ অন্যান্য দেশের মন্ত্রীরা আলোচনায় অংশ নেন। বাংলাদেশের প্রসঙ্গ টেনে শিল্পমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ সবসময় উদার আর্থিক ও বিনিয়োগ নীতি অনুসরণ করে আসছে। সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) নির্ধারণের আগ থেকেই এদেশে বিদেশি বিনিয়োগকারিদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা দেয়া হচ্ছে। ফলে নিজস্ব অর্থায়ন ও দক্ষতায় বাংলাদেশ ইতোমধ্যে অনেকখাতে এমডিজি'র লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের টার্গেট নিয়ে সরকার কাজ করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

# ২০১৪ সালে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অর্জন

## ১০ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখ শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু এমপি প্রেস ব্রিফিংয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অর্জনসমূহ তুলে ধরেন

**সুষ্ঠু সার ব্যবস্থাপনা ঃ** ২০১৪ সালের ইরি-বোরোর পিক সিজনে সারা দেশে সুষ্ঠুভাবে সার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হয়েছে। সার পরিবহন, বিপণন ও বিতরণের ক্ষেত্রে দেশের কোথাও কোন ধরনের সমস্যা হয়নি।

**ইউরিয়া সারের মূল্যহ্রাস ঃ** কৃষকদের মাঝে সুলভ মূল্যে সার বিতরণের লক্ষ্যে ইউরিয়া সারের মূল্য কমানো হয়েছে। কৃষক পর্যায়ে প্রতি কেজি ২০.০০ টাকা থেকে ১৬.০০ টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ছাড়া, ডিএপি সারের মূল্য কৃষক পর্যায়ে প্রতি কেজি ২৭.০০ টাকা থেকে ২৫.০০ টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। এর ফলে দেশে ধানসহ বিভিন্ন ফসলের বাম্পার ফলন হয়েছে। সম্প্রতি শ্রীলংকায় চাল রপ্তানি করে রপ্তানিকারক দেশের তালিকায় বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

**শাহজালাল সার কারখানা নির্মাণ ঃ** সরকারের বিগত মেয়াদে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সারের চাহিদা মেটানোর জন্য বার্ষিক ৫ লাখ ৮০ হাজার মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন "শাহজালাল সার কারখানা" নামে একটি প্রকল্প নেয়া হয়। ইতোমধ্যে দেশের বৃহত্তম এই সার কারখানার শতকরা ৯৩ ভাগ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের বাকি কাজও নির্ধারিত ১৫ জুন, ২০১৫ এর মধ্যেই সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।

**চিনিশিল্প লাভজনক করতে পণ্য বৈচিত্র্যকরণের উদ্যোগ ঃ** বিএসএফআইসিকে বর্তমানে লোকসানী প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ পর্যন্ত এর পুঞ্জিভূত লোকসানের পরিমাণ ২৮৮৫ কোটি টাকা। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানটি এ পর্যন্ত শুল্ক, মূসক ও আয়কর বাবদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিয়েছে প্রায় ৩৪০০ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে জাতীয় অর্থনীতিতে এর অবদান খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। রাষ্ট্রায়ত্ব চিনিশিল্প লাভজনক করতে আখের মূল্য বৃদ্ধির পাশাপাশি চিনিকলে পণ্য বৈচিত্র্যকরণের বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

**আখের দাম বৃদ্ধি ঃ** আখচাষীদের সুবিধার্থে আখের মূল্য প্রতি টন ১৭৬৮.৩০ টাকা থেকে বাড়িয়ে টন প্রতি ২৫০০.০০ টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। আখের ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে রোপা আখ চাষের জন্য ২০১৪-১৫ রোপণ মৌসুমে ভর্তুকী বাবদ আখ চাষীদেরকে প্রায় ৪২ কোটি টাকা আর্থিক প্রণোদনা প্রদানের কর্মসূচি নেয়া হয়েছে।

**চিনিকলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ঃ** চিনি কলে কো-জেনারেশন অব পাওয়ার প্রকল্পের আওতায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। নর্থবেঙ্গল চিনিকলে অমৌসুমে কয়লা ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এটি চালু হলে ৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। এর মধ্যে ২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট চিনিকলে ব্যবহার করে বাকি ৪ মেগাওয়াট জাতীয় গ্রিডে দেয়া সম্ভব হবে।

**'র' সুগার থেকে রিফাইন্ড সুগার উৎপাদন ঃ** নর্থবেঙ্গল চিনিকলে অমৌসুমে 'র' সুগার হতে রিফাইন্ড সুগার উৎপাদনের প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে। এ লক্ষ্যে সম্প্রতি চিনিকলটিতে বার্ষিক ৪০ হাজার মেট্রিক টন 'র' সুগার রিফাইন্ড করতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ প্রকল্প সমাপ্ত হলে, কর্পোরেশনের চিনি উৎপাদন ক্ষমতা বাড়বে।

**জৈবসার উৎপাদন ঃ** চিনিকলে প্রেসমাড ও ডিস্টিলারি স্পেন্ট ওয়াস থেকে বায়োফার্টিলাইজার বা জৈবসার উৎপাদন শুরু হয়েছে। দর্শনার কেরু এন্ড কোং চিনিকলে এ জৈবসার উৎপাদন হচ্ছে। এর ফলে বছরে ৯ হাজার মেট্রিক টন জৈবসার উৎপন্ন হবে।

**সুগারবিট থেকে চিনি উৎপাদন ঃ** চিনিকলগুলো মাত্র ৩ মাস আখ মাড়াই করা হয়। বছরে বাকি ৯ মাস এগুলো অলস বসে থাকে। সে জন্য ঠাকুরগাঁও চিনিকলে পরীক্ষামূলকভাবে সুগারবিট থেকে চিনি উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ উদ্যোগ সফল হলে, পর্যায়ক্রমে অন্যান্য চিনিকলেও সুগারবিট থেকে চিনি উৎপাদনের চেষ্টা করা হবে।

**রেকর্ড পরিমাণ লবণ উৎপাদন ঃ** ২০১৩-২০১৪ মৌসুমে লবণ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৫ লাখ ৮০ হাজার মেট্রিক টন। এর বিপরীতে এ মৌসুমে ১৭ লাখ ৫৩ হাজার মেট্রিক টন লবণ উৎপাদন হয়েছে। লবণ চাষীদের মূল্য সহায়তা দিতে ২০১৪ সালে ভোজ্য লবণ আমদানি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফলে লবণ চাষীরা উপকৃত হয়েছেন।

**চামড়া শিল্পনগরীতে সিইটিপি নির্মাণ ঃ** বর্তমানে সিইটিপি'র নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ইতোমধ্যে সিইটিপি'র সিভিল ওয়ার্ক শতকরা প্রায় ৫৫ ভাগ শেষ হয়েছে। শিল্প নগরীতে বরাদ্দপ্রাপ্ত ১৫৫ টি ট্যানারীর মধ্যে ১৫২ টি লে-আউট প্ল্যান জমা পড়েছে এবং এর সবকয়টি অনুমোদন পেয়েছে। অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী ১৪৫ টি ট্যানারীর মালিক প্লটে নির্মাণ কাজ শুরু করেছে। এর মধ্যে ৪০ টিতে বহুতল ভবনসহ অন্যান্য ভৌত-অবকাঠামো নির্মাণ কাজ পুরোদমে চলছে।

**বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান ঃ** জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত বিসিকের সহায়তায় সারা দেশে অবস্থিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলোতে মোট ১৬৭৩.৮৮ কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। এর মধ্যে উদ্যোক্তাদের নিজেস্ব বিনিয়োগের পরিমাণ ২৮১.২০ কোটি টাকা, ঋণ সংশ্লিষ্ট ইক্যুইটির পরিমাণ ৪৫০.৫৩ কোটি টাকা এবং ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ৯৪২.১৫ কোটি টাকা। উল্লেখিত বিনিয়োগের আওতায় গত এক বছরে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে মোট ৮৯৩৭৫ জন লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে শুধু বিসিক শিল্পনগরীগুলোতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে প্রায় ২৩ হাজার লোকের। এছাড়া, বিসিকের ৭৪ টি শিল্পনগরীতে বর্তমানে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের প্রায় ১৮৮৯৭ কোটি টাকা বিনিয়োগ রয়েছে। এ বিনিয়োগের মাধ্যমে গত এক বছরে শিল্পনগরীর কারখানাগুলোতে প্রায় ৪২৫০৯ কোটি টাকার পণ্য উৎপাদিত হয়েছে। এর মধ্যে রপ্তানি হয়েছে প্রায় ২৩৭৪৬ কোটি টাকার পণ্যসামগ্রী। রপ্তানির এ পরিমাণ মোট রপ্তানি আয়ের ৯.৬৯ শতাংশে।

**শিল্প উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান ঃ** বিসিকের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতের উদ্যোক্তা, ব্যবস্থাপক, কারিগরসহ প্রায় ৯৯৮৭ জনকে বিভিন্ন বিষয় ও ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ১৫ টি নৈপুণ্য বিকাশ কেন্দ্র, ঢাকায় অবস্থিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (স্কিটি) ও নকশা কেন্দ্র এবং ৬৪টি জেলায় অবস্থিত বিসিক শিল্প সহায়ক কেন্দ্রের মাধ্যমে এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। দেশের শিল্পখাতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার পাশাপাশি জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রেও বিসিকের এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ব্যাপক অবদান রাখছে।

**বিসিকের অব্যবহৃত প্লটের মালিকানা বাতিল ঃ** বিসিক শিল্পনগরীর প্লট বরাদ্দ নিয়ে অনেক উদ্যোক্তা শিল্প স্থাপন করছেন না বলে অভিযোগ ছিল। এ পর্যন্ত এ ধরণের ৫৭ টি প্লট বাতিল করা হয়েছে। বাতিলকৃত ২৭ টি প্লট ২০ জন নতুন উদ্যোক্তাকে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বরাদ্দ নিয়ে ফেলে রাখা অন্য প্লটগুলো বাতিলের প্রক্রিয়া চলছে। বাতিলকৃত প্লট নতুন উদ্যোক্তাদের মাঝে বরাদ্দ প্রদানের প্রক্রিয়াও চলমান রয়েছে।

**বন্ধ কারখানা চালুর উদ্যোগ ঃ** খুব শিগ্রই চট্টগ্রাম কেমিক্যাল কমপ্লেক্স (সিসিসি) পুনরায় চালু করা হবে। এ লক্ষ্যে বিসিআইসি'র নিজস্ব অর্থায়নে ১১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল্স এবং খুলনা হার্ডবোর্ড মিল্স পুনরায় চালুর লক্ষ্যে শিল্পমন্ত্রী কারখানা দুটি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। সুন্দরবনকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ হিসেবে ঘোষণা করায় মিল দুটি স্থানীয় কাঁচামাল থেকে চালানো সম্ভব নয়। তাই নতুন প্রযুক্তিতে এগুলো পুনরায় চালুর ব্যাপারে বিদেশি উদ্যোক্তাদের সাথে আলোচনা চলছে। এ ছাড়া, ঢাকা দেদার কোম্পানি লিঃ পুনরায় চালুর বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে। এটি পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপে চালুর বিষয়ে বর্তমানে পরীক্ষাধীন রয়েছে।

**সংবাদপত্রকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা ঃ** সংবাদপত্রকে শিল্প হিসেবে ঘোষণার জন্য সংবাদপত্র মালিকরা দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছিলেন। এর প্রেক্ষিতে শিল্পমন্ত্রণালয় থেকে সংবাদপত্রকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এর ফলে দেশের শক্তিশালী সংবাদপত্র শিল্প গড়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

**সিআইপি (শিল্প) কার্ড প্রদান ঃ** শিল্পখাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে শিল্প মন্ত্রণালয় আনুষ্ঠানিকভাবে সিআইপি (শিল্প) কার্ড প্রদান করে থাকে। ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ আনুষ্ঠানিকভাবে দেশের বরেণ্য ৫৪ জন শিল্প উদ্যোক্তাকে সিআইপি (শিল্প) কার্ড প্রদান করা হয়েছে।

**জাতীয় মেধাসম্পদ নীতি প্রণয়নের উদ্যোগ ঃ** দেশের মেধাসম্পদ ও ভৌগলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্যের মালিকানা সুরক্ষায় বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থার সহায়তায় একটি মেধাসম্পদ নীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে খসড়া মেধাসম্পদ নীতির রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি জিআই পণ্য নিবন্ধন ও সুরক্ষা বিধিমালা প্রণয়ন এবং ট্রেডমার্ক আইন সংশোধন করে একে যুগোপযোগি করার কার্যক্রম অব্যহত রয়েছে। আঙ্কটাডের সহায়তায় বাংলাদেশের জন্য একটি লাগসই বিনিয়োগ নীতি প্রণয়নের কাজও চলছে।

**স্বয়ক্রিয় ট্রেডমার্ক নিবন্ধন সেবা চালু ঃ** শিল্পমন্ত্রণালয় নতুন প্রজন্মের মেধাসম্পদের মালিকানা সুরক্ষায় অঙ্গিকারবদ্ধ। এ লক্ষ্যে ২০১৪ সালে প্রথমবারের মত শিল্প ও সেবা খাতে উদ্ভাবিত পণ্যের দ্রুত পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক নিবন্ধন দিতে স্বয়ক্রিয় সেবা পদ্ধতি (Industrial Property Automated System) চালু হয়েছে। মেধাসম্পদের মালিকানা সুরক্ষায় শিল্পমন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) এ সেবা চালু করেছে।

**ট্রেডমার্ক সনদ প্রদান ঃ** নতুন উদ্ভাবিত মেধাস্বত্বের মালিকানা সুরক্ষায় এবং উৎপাদিত পণ্যের নকশা ও ট্রেডমার্কস সুরক্ষায় পেটেন্ট ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) কাজ করছে। ২০১৪ সালে ডিপিডিটি সর্বমোট দেশী ২১ টি ও বিদেশী ৯৭ টি পেটেন্ট, দেশী ৫৮৬ টি ও বিদেশী ১২২ টি পণ্যের নকশা এবং দেশী ৬৪১ টি ও বিদেশী ২৮৬৩ টি পণ্যের ট্রেডমার্কস সনদ প্রদান করেছে।

**বিএসটিআই'র ল্যাবরেটরির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন ঃ** বিএসটিআই এর ফুড, মাইক্রোবায়োলজি, সিমেন্ট ও টেক্সটাইল ল্যাবরেটরি ভারতের National Accreditation Board for Testing Laboratories (NABL) থেকে অ্যাক্রেডিটেশন লাভ করেছে। বিএসটিআই'র ১৪টি পণ্য ভারতে National Accreditation Board for Certification Body (NABCB) থেকে Accreditation প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে বিএসটিআই'র Product Certification System এর আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৪ সাল পর্যন্ত সময়ে বিএসটিআই সর্বমোট ৩৬০৫ টি জাতীয় মান প্রণয়ন করেছে।

**বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড টাইম চালু ঃ** বিএসটিআই-এ স্থাপিত আন্তর্জাতিক মানের ন্যাশনাল মেট্রোলজি ল্যাবরেটরির মাধ্যমে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড টাইম নির্ধারণ করা হয়েছে। সেটেলাইট রিসিভার ও গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম ব্যবহার করে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল বর্তমানে এ স্ট্যান্ডার্ড টাইম সম্প্রচার করছে। এর ফলে জনগণের প্রাত্যহিক কর্মকান্ড, ব্যবসা-বাণিজ্য, দেশীও ও আন্তর্জাতিক লেন-দেন, শিল্প কারখানায় উৎপাদনসহ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ছন্দ ফিরে এসেছে।

**ভ্রাম্যমাণ ক্যালিব্রেশন সেবা চালু ঃ** ওজন ও পরিমাপে যথার্থতা নিরুপণের জন্য বিএসটিআই'র মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ ক্যালিব্রেশন সেবা চালু হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আর্থিক এবং ইউনিডো কারিগরি সহায়তা দিয়েছে। ইইউ প্রদত্ত ৪ টি মোবাইল ভ্যানের মাধ্যমে শিল্প কারখানায় গিয়ে এ সেবা দেয়া হচ্ছে।

**বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান ঃ** বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) ২০১৪ সালে ৬০৮ জন যুব মহিলা ও ৯১৪ জন বেকার যুবককে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ২৮০ জন যুব মহিলাকে এবং ৩৩২ জন যুবককে বিভিন্ন শিল্প কারখানায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিল্প ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ যন্ত্রপাতি ও মেশিনারিজ পরিচালনার জন্য সুদক্ষ কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে ৭৩ জনকে পিএলসি (প্রোগ্রাম্যাবল লজিক কন্ট্রোল) এবং সিএনসি (কম্পিউটার নিউমেরিকল কন্ট্রোল) এর উপর উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

**শিল্প ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ ঃ** বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) শিল্প ব্যবস্থাপনার দক্ষতার উন্নয়নে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পরিচালনা করছে। এটি ২০১৪ সালে বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত কোর্স আয়োজনের মাধ্যমে ১৬৬১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এ ছাড়া একবছর মেয়াদি ৮৬৭ জনকে এবং ছয় মাস মেয়াদি ৫৯ জনকে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সে প্রশিক্ষিত করার কাজ অব্যহত রয়েছে।

**বয়লার পরিদর্শন ও নতুন বয়লারের রেজিস্ট্রেশন প্রদান ঃ** প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় হতে ২০১৪ সালে ৪০৬১ টি বয়লার পরিদর্শন ও চালনার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া, ৩১৭ টি নতুন বয়লারের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে।

**উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে গৃহীত উদ্যোগ ঃ** সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গ্যানাইজেশন (এনপিও) অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শিল্প ও সেবাখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এনপিও ২০১৪ সালে ২৬ টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও ০৫ টি কর্মশালার আয়োজন করেছে। এর মাধ্যমে ৮২৪ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

**বিএবি'র আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন ঃ** বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের (বিএবি) সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা জোরদার করা হয়েছে। এর ফলে বিএবি ২০১৪ সালে Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)-এর পূর্ণ সদস্য পদ অর্জন করেছে। সংস্থার APLAC MRA Peer Evaluation ও সম্পন্ন হয়েছে। এ ছাড়া বিএবি ২০১৪ সালে ১০ টি টেস্টিং ল্যাবরেটরি যথাঃ ফুড, টেক্সটাইল, ফার্মাসিউটিক্যালস,

সিমেন্ট এবং একটি মেডিকেল প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরিকে অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান করেছে। এর পাশাপাশি ৫ টি ISO 17025 লিড অ্যাসেসর কোর্স আয়োজনের মাধ্যমে ১০০ জন অ্যাসেসরকে বিএবি অ্যাসেসর পুলে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং ৫ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ আয়োজন করেছে।

**শিল্পবান্ধব শুল্ক ও কর কাঠামো নির্ধারণে সহায়তা প্রদান ঃ** শিল্পায়নের স্বার্থে বাজেটে শিল্প ও বিনিয়োগ বান্ধব কর-কাঠামো নির্ধারণের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে জাতীয় বাজেটের আগে শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিভিন্ন চেম্বার ও ট্রেডবডির সাথে ধারাবাহিকভাবে মতবিনিময়ের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শিল্প উদ্যোক্তাদের মতামত ও সুপারিশের গুরুত্ব বাড়াই করে শিল্পবান্ধব শুল্ক ও কর কাঠামো নির্ধারণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের বাজেটে এর প্রতিফলন ঘটেছে।

**জাতীয় শিল্পনীতি-২০১৫ প্রণয়নের উদ্যোগ ঃ** ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিল্পায়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনে দেশে টেকসই ও আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পখাত গড়ে তোলা জরুরী। এ বাস্তবতা বিবেচনায় রেখে জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পখাতের অবদান ২৮ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যে জাতীয় শিল্পনীতি- ২০১৫ প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে এ নীতির খসড়া প্রণীত হয়েছে। খুব শীঘ্রই সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মতামত নিয়ে এ নীতি চূড়ান্ত করা হবে।

**কন্টেইনারবাহী জাহাজ নির্মাণ ঃ** শিল্প মন্ত্রণালয়ের গৃহীত উদ্যোগের ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান চিটাগাং ড্রাই ডক লিঃ প্রথমবারের মতো কন্টেইনারবাহী জাহাজ নির্মাণ শুরু করেছে। বিআইডব্লিউটিসি এর জন্য এ জাহাজ নির্মাণ করা হচ্ছে। ২০১৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে এ ধরণের দুটি জাহাজ নির্মাণ শেষে হস্তান্তর করা হবে।

**দ্বি-পাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ সুরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর ঃ** সরকারের গত মেয়াদে ভারত, সংযুক্ত আরব-আমিরাত, ডেনমার্ক, তুরস্ক, বেলারুশের সাথে দ্বি-পাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ সুরক্ষা চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। ২০১৪ সালে কম্বোডিয়ার সাথে দ্বি-পাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ সুরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে।

# Energy Conservation-for better economic development mileage

-Md. Towhidur Rahman*

Stable and sufficient energy is a prerequisite for developed economies and social structures. Yet energy productions hampered by over-population, and are a major cause of air and water pollution, deforestation, biodiversity loss, and climate change. To prevent these adverse effects, conservation is required to allow for sustainable energy development and delivery.

Higher per capita gross national product means higher per capita energy consumption. In Bangladesh, the per capita energy consumption is one of the lowest in the region. On average, per capita energy consumption in Bangladesh is 160 kg oe (Kilogram oil equivalent) compared to 530 kg oe in India, 510 kg oe in Pakistan, 340 kg oe in Nepal and 470 kg oe in Sri Lanka. The average energy consumption in Asia is 640 Kg oe. It is therefore, evident that per capita average consumption of energy in Bangladesh is far lower than the average of Asia. This level of consumption provides clear evidence that there is still an energy shortage in Bangladesh.

Bangladesh draws its energy from both renewable and non-renewable sources, using current technologies. Seventy five percent of commercial energy consumption is provided from natural gas. Imported oil accounts for the rest. Given the shortage of available energy, it is clear that public policy should focus on establishing a sustainable balance – reducing demand from current technologies and enhancing productivity of both current and developing technologies. Examination of the issue can be split in terms of short-, intermediate- and long-term considerations.

**Short term**

- Maximize production from energy assets already available.
- Reduce energy losses in production, transportation and end use.
- Reduce demand from the most demanding sectors and promote conservation and demand management through public policy.
- Reduce the inequities in energy use to promote balanced use for commercial and residential users.
- Enhance production from indigenous resources.
- Promote developing renewable energy technologies that have zero impact on the environment.

**Medium term**

- Balance dependence on petroleum imports with lower-cost alternatives of non-renewable energy sources such as coal, lignite, natural gas and electricity so as to make energy more affordable.
- Accelerate development of renewable energy resources.
- Promote self-reliance in the energy sector.
- Align sector usage and demand with an overall national energy strategy.
- Reduce dependence on quick rental power services and focus on maximizing the efficiency of the existing system.

**Long term**

- Promote an energy supply based largely on renewable sources of energy.
- Promote technologies of production, transportation and end use of energy that are environmentally benign and cost effective.

Energy use can be enhanced by sustainable consumption. Conservation by making energy consumption more efficient, reducing blatant waste and promoting modest use, offers the highest impact on the reduction of demand and associated emissions.

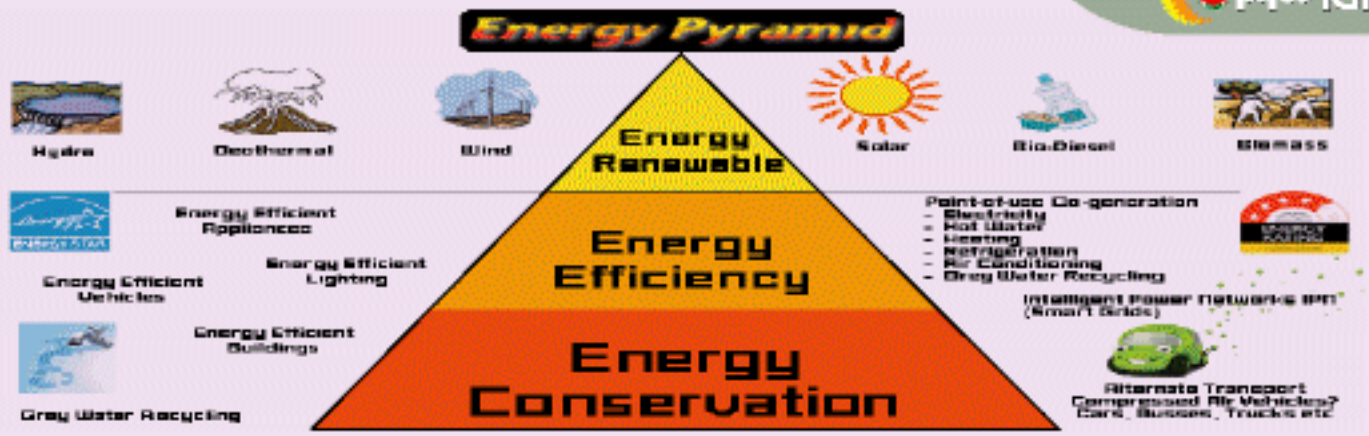


Accredited certification of energy management systems (EnMS) against such international standards as ISO 50001 can be used as a tool for enhancing efficiency in the energy sector. As a result, governments and private sector procurers and consumers can have confidence in the calibration and test results, inspection reports, and certifications provided in the provision of energy. The use of accredited services can also moderate the need for additional legislation, as well as reducing the risk of unintended adverse consequences. Accredited certification of EnMS ultimately provides a reliable monitoring tool to support the industries and economies exploring renewable energy sources.

The first step in any path to the future is wiser use of current energy resources and the expanded use of renewable energy technologies. This includes elimination of obvious waste, higher energy efficiency, substitution for processes that are less energy-intensive, recycling, and more energy modest lifestyles. Energy conservation planning can be divided into four steps:
Specifying targets and preparing detailed plans,
Identifying energy inefficient facilities and equipment,
Implementing energy conservation measures, and
Evaluating benefits

Energy conservation alone can ultimately lead to substantive benefits in the reduced cost of products and services. In some energy-intensive manufacturing industries such as steel, aluminum, cement, fertilizer, pulp and paper, the cost of energy forms a significant part of the total cost of production and the end product.

As well, energy conservation is itself a new investment in energy efficiency, including monitoring of consumption, training of manpower etc. Thus energy conservation can result in new job opportunities.

Finally, every type of energy generation/ utilization process affects the environment to some extent, either directly or indirectly. The extent of degradation of the environment depends mainly on the type of primary energy source. All non-renewable energy usage results in pollution or other adverse impacts on our environment. Energy is utilized at the expense of the environment. Adoption of energy conservation means can minimize this damage.

Energy management can be implemented to maximize productivity and minimize costs. The main objectives of energy management programs include:

- Improving energy efficiency and reducing energy use, thereby reducing costs.
- Reduce greenhouse gas emissions and improve air quality.
- Cultivating good communication on energy matters.
- Developing and maintaining effective monitoring, reporting and management strategies for wise energy usage.
- Finding new and better ways to increase returns from energy investments through research and development.

The bulk of energy used in the world today comes from fossil fuels, which are nonrenewable. Usage is increasing and it is predicted that this resource will be depleted before 2050. Energy prices will only increase as demand outstrips supply.

Sustainability is only now presenting alternatives and must be rapidly implemented. Providing sound technical analysis and evaluation tools is part of the function of a national testing infrastructure supported by good science and competent people. Part of the solution, therefore, for re-balancing our use of energy and its availability, to ensure sustainability of all sources, is the implementation of accredited certification of EMS, supported by use of accredited testing to help make better policy and enforcement decisions.These will both assist Bangladesh in implementing the energy conservation needed to help fuel development of the nation and its economy.

*Assistant Director, BAB
towhid@bab.org.bd, palash847@gmail.com

## জাহাজ নির্মাণ শিল্পে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের আহবান

বাংলাদেশে পরিবেশবান্ধব জাহাজ নির্মাণ ও রিসাইক্লিং শিল্পে ইউরোপিয় ইউনিয়নের (ইইউ) উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, পটুয়াখালীর পায়রা সমুদ্র বন্দর সংলগ্ন এলাকা এবং চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় সরকার অত্যাধুনিক জাহাজ নির্মাণ ও রিসাইক্লিং শিল্প গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। ইউরোপিয় ইউনিয়নের উদ্যোক্তারা এক্ষেত্রে যৌথ বিনিয়োগে এগিয়ে আসতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত Mr. Pierre Mayaudon এর সাথে বৈঠককালে শিল্পমন্ত্রী এ আহবান জানান। গত ১৪ ডিসেম্বর শিল্প মন্ত্রণালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ইইউ'র রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পখাতের উন্নয়নে সরকার গৃহিত সাম্প্রতিক উদ্যোগের প্রশংসা করেন। তিনি তৈরি পোশাক শিল্পের পাশাপাশি বাংলাদেশের অন্যান্য শিল্পখাত বৈচিত্র্যকরণের পরামর্শ দেন। বাংলাদেশের শিল্পখাতে দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সাত বছর মেয়াদি একটি উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে বলে তিনি জানান।

## ই-ফাইলিং পদ্ধতি চালুর উদ্যোগ নিয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়

উদ্যোক্তাদের দ্রুত প্রয়োজনীয় সেবা দিতে মন্ত্রণালয়ের সকল স্তরে ই-ফাইলিং পদ্ধতি চালুর উদ্যোগ নিয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়। এর অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে দু'টি শাখায় পরীক্ষামূলকভাবে এ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে গোটা মন্ত্রণালয়ে ই-ফাইলিং পদ্ধতি চালু হবে। এর ফলে দেশব্যাপী টেকসই শিল্পখাত বিকাশে মন্ত্রণালয়ের সেবাদান কার্যক্রম জোরদার হবে বলে আশা করা হচ্ছে। শিল্পসচিব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি এর সভাপতিত্বে 'গত পাঁচ বছরে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অর্জন ও ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা' শীর্ষক পর্যালোচনা সভায় এ তথ্য জানানো হয়। গত ২৭ অক্টোবর শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জানানো হয়, জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পখাতের অবদান বাড়াতে শিল্প মন্ত্রণালয় স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। এর মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ৪০ শতাংশের পাশাপাশি শিল্পখাতে শ্রমশক্তি ২৫ শতাংশে উন্নীত করা হবে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান প্রায় ৩২ শতাংশ এবং শ্রমশক্তির পরিমাণ ২০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। সভায় শিল্পসচিব মন্ত্রণালয়ের কাজে গতিশীলতা আনতে অগ্রাধিকার কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করে তা বাস্তবায়নের তাগিদ দেন। শিল্পখাতের উন্নয়নে যে কোনো উদ্ভাবনী উদ্যোগ মন্ত্রণালয় দ্রুততার সাথে বাস্তবায়ন করবে বলে তিনি জানান।

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে শিল্পসচিবের বৈঠক

## ইউনিডোর পরবর্তী ফোরামে পরীক্ষামূলক দেশ হতে আগ্রহী বাংলাদেশ

ইউনিডোর পরবর্তী টেকসই শিল্প উন্নয়ন ফোরামের (ISID) জন্য বাংলাদেশ পরীক্ষামূলক দেশ (Pilot Country) হতে আগ্রহী। গত ০৬ নভেম্বর শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু ভিয়েনা আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'টেকসই শিল্পায়নের জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে অংশীদারিত্ব' শীর্ষক দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্লেনারি সেশনে বক্তৃতাকালে এ আগ্রহের কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে জাম্বিয়া, শ্রীলংকা, কিউবা, মিশর, চীন ও কোস্টারিকার শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী এবং জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ও এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আলোচনায় অংশ নেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য শিল্পায়নে বিনিয়োগ বাড়ানোর বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (UNIDO) এর সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বিনিয়োগ অংশীদারিত্ব জোরদারের পাশাপাশি সবুজ প্রযুক্তি স্থানান্তরের কার্যকর উদ্যোগ নেয়ার তাগিদ দেন। তিনি বলেন, স্বল্পোন্নত দেশ হওয়া সত্ত্বেও বিশেষায়িত শিল্প অঞ্চলের সুবিধা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে নিজস্ব অর্থনীতি জোরদারে সক্ষম হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রাপ্ত উন্নয়ন সহায়তা যথাযথ ব্যবহারের পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে প্রাপ্য বাণিজ্যিক সুবিধা কাজে লাগাচ্ছে। বিশেষায়িত শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলে গ্লোবাল ভ্যালু চেইনে নিজেদের অবস্থান সুসংহত করতে ইউনিডোর সদস্য দেশগুলো বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

## বাস্তবায়িত হবে সিরাজগঞ্জ শিল্পপার্ক

২০১৫ সালের জুনের মধ্যেই সিরাজগঞ্জে বাস্তবায়নাধীন বিসিক শিল্প পার্কের দৃশ্যমান অগ্রগতি হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, নদী ভাঙন থেকে এ শিল্পপার্ক সুরক্ষায় ওপ' ১২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ড ইতোমধ্যে "সিরাজগঞ্জ শিল্প পার্ক সুরক্ষা বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প" প্রস্তাব প্রণয়ন করেছে। পরিকল্পনা কমিশনে "সিরাজগঞ্জ শিল্প পার্ক সুরক্ষা বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প" অনুমোদনের সাথে সাথে বিসিক প্রকল্পের মাটি ভরাটের কাজ শুরু করবে বলে তিনি জানান। সিরাজগঞ্জ বিসিক শিল্পপার্কের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য আয়োজিত বিশেষ সভা শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে শিল্পমন্ত্রী এ কথা বলেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ে গত ১৫ ডিসেম্বর এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ.টি. ইমাম, পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোঃ নজরুল ইসলাম (বীর প্রতীক), সংসদ সদস্য মোঃ হাবিবে মিল্লাত, শিল্পসচিব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ ফয়জাদ উদ্দিন ও বেগম পরাগ, বিসিক চেয়ারম্যান আহমদ হোসেন খানসহ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

## ভিটামিন 'এ' মিশ্রিত তেলের উপকারিতা

- সবল ও উদ্যমী জাতি গড়ে উঠবে এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী জনগণের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি হবে।
- শিশুমৃত্যুর হার কমবে এবং শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উচ্চ পর্যায়ে বৃদ্ধি হবে, তাতে শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ও স্কুলে আশানুরূপ ফল হবে।
- ভিটামিন 'এ' অভাবগ্রস্ত শিশুদের দেহে ভিটামিন 'এ' এর মাত্রা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ২৩%-এরও বেশি বাড়ানো যেতে পারে।
- ভিটামিন 'এ'-এর অভাবজনিত কারণে সৃষ্টি হয় এমন অসুখে ঘন ঘন আক্রান্ত না হবার কারণে চিকিৎসা ব্যয় কমবে।

## বলিভিয়ায় জি-৭৭ মন্ত্রী পর্যায়ের প্যানেল সংলাপে শিল্প মন্ত্রী
# টেকসই শিল্পায়নের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের দক্ষ ব্যবহার জরুরি

২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য টেকসই শিল্পায়নে প্রাকৃতিক সম্পদের দক্ষ ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, জি-৭৭ ভুক্ত সদস্য দেশগুলোতে প্রাকৃতিক সম্পদের বিশাল ভান্ডার রয়েছে এবং পরিবেশবান্ধব সবুজ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিদ্যমান সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব। এ লক্ষ্যে তিনি জি-৭৭ সদস্য রাষ্ট্রগুলোতে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণের তাগিদ দেন। প্রাকৃতিক সম্পদের সুব্যবস্থাপনা ও শিল্পায়ন বিষয়ক গ্রুপ-৭৭ ভুক্ত সদস্য দেশগুলোর মন্ত্রী পর্যায়ের সভা উপলক্ষে বলিভিয়ায় অনুষ্ঠিত Impact of Resource-based Industrialization on Local Development শীর্ষক প্যানেল সংলাপে বক্তৃতাকালে শিল্পমন্ত্রী এ গুরুত্বারোপ করেন। গত ২৯ নভেম্বর দক্ষিণ বলিভিয়ার তারিজায় এ সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়।

সংলাপে ভিয়েতনাম, কলম্বিয়া, মোজাম্বিক, ইথিওপিয়া, সুদান, ঘানা, তেনিজুয়েলার শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী এবং ইউনিডোর বলিভিয়ার প্রতিনিধি আলোচনা অংশ নেন। আমির হোসেন আমু বলেন, প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে জি-৭৭ ভুক্ত দেশগুলোতে অগ্রাধিকারভিত্তিতে নীতি ও আইন কাঠামো প্রণয়নে পরস্পরকে সহায়তা করতে হবে। এর পাশাপাশি বিকল্প প্রাকৃতিক সম্পদের উৎস খুঁজে বের করে শিল্পায়নে এর ব্যবহার বাড়াতে হবে। তিনি প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এর আহরণ, উৎপাদন ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন বলে জানান।

জি-৭৭ মন্ত্রী পর্যায়ের সভায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দেশের মন্ত্রীদের সাথে শিল্পমন্ত্রী

# রাশিয়ার বাজারে বাংলাদেশি তৈরি পোশাক শিল্পের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকারের আশ্বাস

রাশিয়ার বাজারে বাংলাদেশি তৈরি পোশাকের শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার প্রদানের আশ্বাস দিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত Alexander A. Nikolaev। রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতের সাথে বৈঠক শেষে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু সাংবাদিকদের এ কথা জানান। গত ১৯ অক্টোবর শিল্প মন্ত্রণালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে শিল্পসচিব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়াসহ শিল্প মন্ত্রণালয় এবং রাশিয়ান দূতাবাসের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে শিল্পখাতে দ্বিপাক্ষিক সহায়তার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। এ সময় রাষ্ট্রদূত শিল্প ও বাণিজ্যখাতে দ্বিপাক্ষিক সহায়তা জোরদার করতে দু'দেশের মধ্যে সরকারি পর্যায়ে একটি যৌথ বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহায়তা কমিশন (Inter-governmental joint commission on trade and economic development) গঠনের ওপর গুরুত্ব দেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার প্রতি সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। ইতোমধ্যে চীন, জাপানসহ উন্নত দেশগুলো বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য পৃথক অর্থনৈতিক অঞ্চলের সুবিধা চেয়েছে। রাশিয়া এ ধরনের প্রস্তাব দিলে বাংলাদেশ তা ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করবে বলে তিনি জানান।

শিল্পমন্ত্রীর সাথে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

## শিল্পসচিব এর জাপান সফর

কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানি (কাফকো) এর ১৮০তম বোর্ড সভায় যোগদানের জন্য শিল্পসচিব ও কাফকো বোর্ড চেয়ারম্যান মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি গত ২৫-২৯ নভেম্বর ২০১৪ তারিখ জাপান সফর করেন। উক্ত বোর্ড সভায় কাফকোর বিদেশি শেয়ার হোল্ডার ডেনমার্ক, জাপান ও নেদারল্যান্ড এর সংশ্লিষ্ট কোম্পানির প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। সফরকালে শিল্পসচিব ২৫ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে জাপান সরকারের মিনিস্ট্রি অব ইকোনোমি, ট্রেড এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (METI) এর ভাইস মিনিস্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল এ্যাফেয়ার্স Mr. Norihiko ISHIGURO এর সাথে তার অফিসে সাক্ষাৎ করেন। উক্ত সাক্ষাতের সময় বিসিআইসির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইকবাল ও জাপানে নিয়োজিত বাংলাদেশের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর উপস্থিত ছিলেন। শিল্পসচিব বাংলাদেশের সাথে জাপানের ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য তৈরী পোষাক রপ্তানির ক্ষেত্রে rules of origin আরো শিথিল করার জন্য অনুরোধ করেন। এতে একদিকে যেমন জাপানে বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে অন্যদিকে এ সেক্টরে জাপানি বিনিয়োগও বৃদ্ধি পাবে। বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা পূর্বক শিঘ্রই rules of origin অধিকতর সহজ করার বিষয়ে Mr. Norihiko ISHIGURO জাপান সরকারের পক্ষে আশ্বাস প্রদান করেন।

বাংলাদেশে জাপানের বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য শিল্পসচিব কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করেন। তিনি এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বিনিয়োগকৃত জাপানি প্রতিষ্ঠানসমূহ লাভজনক ভিত্তিতে বাংলাদেশে স্থানান্তরের (relocate) আহবান জানান। বাংলাদেশে শ্রম ও অন্যান্য কাঁচামালের সহজপ্রাপ্যতা ও সুলভ মূল্যের কারণে এটি গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব। এ ছাড়া সরকারি কর্পোরেশন এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত কলকারখানা ও স্থাপনার অব্যবহৃত জমিতে শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে জাপানি বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে বলে শিল্পসচিব তাকে জানান। উভয় প্রস্তাবে জাপানি ভাইস মিনিস্টার আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন।

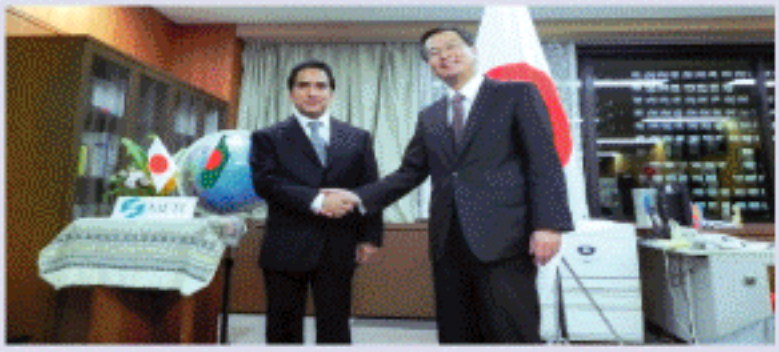

জাপান সরকারের ভাইস মিনিস্টার Mr. Norihiko ISHIGURO এর সাথে শিল্পসচিব

শিল্পসচিব একই দিন JICA সদর দপ্তরে সংস্থার ভাইস প্রেসিডেন্ট Mr. Ichikawa এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বাংলাদেশে JICA ঋণ সহায়তা (ODA) বৃদ্ধির অনুরোধ করেন। এ ছাড়া তিনি জাপানি সহায়তায় বাংলাদেশে একটি আধুনিক মানের সার কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব করেন। বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করার ব্যাপারে JICA ভাইস প্রেসিডেন্ট সম্মত হন।

## বাংলাদেশী বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার ও উদ্ভাবনকে পেটেন্ট ও বাণিজ্যিকীকরণ প্রসঙ্গে

মোঃ ইলিয়াস ভূঁইয়া*

২৮ মে, ২০১৪ তারিখ 'দৈনিক ইত্তেফাক' এ প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, শিরোজপুর জেলার তাড়াইয়া উপজেলার নকীপুরা গ্রামের আমীর হোসেন খানের ছেলে আমানউল্লা কলেজের বিজ্ঞানের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র মোঃ সাব্বির খান অভিনব অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র আবিষ্কার করে মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতায় বরিশাল বিভাগে ২য় স্থান অর্জন করেছে।

২৯ মে, ২০১৪ তারিখ "দৈনিক যুগান্তর" এ প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এর সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, Applied Physics, Electrical & Communication Engineering এর প্রভাষক মোঃ এনামুল হক চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে ৪ জন ছাত্র সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধী একটি অভিনব ডিভাইস উদ্ভাবন করেছেন।

এছাড়াও সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (BUET) এর কতিপয় তরুণ উদ্ভাবক একটি বিশেষ ধরণের রোবট উদ্ভাবন করেছেন যা গভীর সমুদ্রে মূল্যবান সম্পদ আহরণ ও অনুসন্ধানে বিশেষভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় তরুণ শিক্ষার্থী স্বল্পব্যয়ী ও বিশেষ সুবিধা সম্বলিত একটি ড্রোন উদ্ভাবন করেছেন যা সামরিক ও বেসামরিক উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো যেতে পারে।

বাংলাদেশে প্রতিবছর উপজেলা থেকে জাতীয় পর্যায়ে বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। এসব মেলায় স্কুলে বিজ্ঞানীদের কিছু কিছু আবিষ্কার বেশ চমকপ্রদ হওয়া ছাড়াও এসব আবিষ্কারের উপযোগিতা বিবেচনায় বাণিজ্যিকীকরণের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

কিন্তু এসকল আবিষ্কার বা উদ্ভাবনকে পেটেন্টের আওতায় এনে বাণিজ্যিকীকরণের (Commercialization) ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় এসকল আবিষ্কার বা উদ্ভাবনের অধিকাংশই হারিয়ে যাচ্ছে। অথচ জনকল্যাণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও শিল্পায়নের স্বার্থে এসকল উদ্ভাবন ও আবিষ্কারকে কাজে লাগানোর যথেষ্ট সুযোগ ও সম্ভাবনা ছিল।

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের অন্যান্য কাজের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে নতুন আবিষ্কারের জন্য পেটেন্ট মঞ্জুর করা। এক্ষেত্রে একজন আবিষ্কারককে নির্ধারিত ফি পরিশোধ করে Specification সহ পেটেন্ট আবেদন দাখিল করতে হয়। পেটেন্ট দরখাস্ত প্রাপ্তির পর পেটেন্ট পরীক্ষককে নির্মোহভাবে তিনটি বিষয় পরীক্ষা করতে হয়, যথা নতুনত্ব দেখার জন্য Prior Art Search করা, Inventive step আছে কিনা তা দেখা ও শিল্পে প্রয়োগযোগ্যতা বা Industrial applicability আছে কিনা তা পরীক্ষা করা।

কারিগরী ও আইনগত বিষয় জড়িত থাকায় পেটেন্ট সরখাস্ত ড্রাফটিং ও আনুষাঙ্গিক কাজের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয় বিধায় অনেক সময় অনেক আবিষ্কারক তার আবিষ্কারকে পেটেন্ট করতে আগ্রহ দেখান না। ফলে তার আবিষ্কারটি আইনগত সুরক্ষা লাভে ব্যর্থ হয় এবং তথ্য-প্রযুক্তির এই যুগে তার আবিষ্কারটি কোন এক পর্যায়ে কোন ভাবে নকল হয়ে অন্যের জন্য বিপুল সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয়। বিষয়টি নিয়ে এখনই গভীরভাবে চিন্তাভাবনা শুরু করা প্রয়োজন বলে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর মনে করে।

উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সচেতন সমাজ বিনির্মাণে এবং সর্বোপরি শিল্পায়িত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের আবিষ্কারকদের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারকে পেটেন্ট করার লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় তার বার্ষিক বাজেটে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ থোক বরাদ্দ হিসেবে রাখতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের জন্য একজন আবিষ্কারক উক্ত থোক বরাদ্দ থেকে অনুদান নিয়ে তার আবিষ্কারটি পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তরে পেটেন্ট করাতে পারেন।

কোন আবিষ্কার পেটেন্ট করানো হলে উক্ত আবিষ্কারটি তার আবিষ্কারকের যাবতীয় তথ্যাদিসহ পেটেন্ট ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে কোন শিল্পোদ্যোক্তা বা বিনিয়োগকারী উক্ত আবিষ্কারটি বাণিজ্যিকীকরণ করতে চাইলে তিনি আবিষ্কারকের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

এমতাবস্থায় আবিষ্কার ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে একটি পেটেন্ট ফান্ড গঠন এবং দেশব্যাপী বিভিন্ন সময়ে প্রদর্শিত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারগুলোকে মনিটরিং এর আওতায় আনার জন্যে একটি পৃথক মনিটরিং সেল গঠনের প্রস্তাব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করতে পারে।

*ডেপুটি রেজিস্ট্রার (পেটেন্ট ও ডিজাইন)

# BIRPI থেকে WIPO

-জামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী *

১৮৭৩ সালে ভিয়েনায় একটা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য বিভিন্ন দেশের উদ্ভাবনগুলো প্রদর্শন করা। প্রদর্শনীর নাম "The International Exhibitions of inventions". কিন্তু বিদেশী প্রদর্শক/আবিষ্কারকগণ ঐ প্রদর্শনীতে যোগ দিতে রাজী হলেন না। তাঁদের ভয় ছিল অন্য দেশগুলো তাঁদের ধ্যান ধারণা চুরি করে নিজেদের ব্যবসা বাণিজ্যের কাজে লাগাবে। মেধাস্বত্ব সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা যে কত অপরিহার্য এ থেকে তা প্রমাণ হয়ে যায়।

১৮৮৩ সালে এলো প্যারিস কনভেনশন, যার লক্ষ্য ছিল Industrial Property র সুরক্ষা প্রদান। এটা প্রথম একটা বড় ধরনের আন্তর্জাতিক চুক্তি যার মাধ্যমে এক দেশের লোক অন্য দেশেও তার উদ্ভাবিত শিল্পজাত পণ্যের জন্য সুরক্ষা পাবে। এই মেধাসম্পদ স্বত্বগুলোর সুরক্ষা দেয়া হয় নিম্নরূপেঃ

- প্যাটেন্ট
- ট্রেডমার্কস
- ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনস্

১৮৮৪ সালে প্যারিস কনভেনশন বাস্তব রূপ পায় ১৪টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে। প্রশাসনিক কাজকর্ম সম্পাদন, সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সভা আয়োজন ইত্যাদির জন্য একটি আন্তর্জাতিক দপ্তর (International Bureau) প্রতিষ্ঠা করা হয়।

কপিরাইট সুরক্ষা বিষয়টি উঠে এলো ১৮৮৬ সনে Berne Convention for the Property of literary and Artistic works এ। এ কনভেনশনের লক্ষ্য ছিল এর সদস্য রাষ্ট্রের জনগণ যাতে তাদের সৃষ্টির জন্য আন্তর্জাতিক সুরক্ষা পায়। এ কার্যক্রমগুলো হল ঃ

- উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা, নাটক প্রভৃতি সাহিত্যকর্ম;
- গান, অপেরা, সংগীত, যন্ত্রসংগীত, চলচ্চিত্র;
- অংকন বিদ্যা, চিত্রকর্ম, ভাস্কর্য, স্থাপত্যকর্ম।

প্যারিস কনভেনশন এর মত বার্ণ কনভেনশনও এর কার্যসম্পাদনের জন্য একটি আন্তর্জাতিক দপ্তর প্রতিষ্ঠা করে। ১৮৯৩ সালে ঐ দুটো ছোট্ট দপ্তরকে একীভূত করে সৃষ্টি করা হয় International Bureau for the Protection of intellectual Property. এটা ফ্রেঞ্চ আদ্যক্ষর সমন্বয়ে গঠিত BIRPI (Bureax Internationaux Reunis Pourla Protection de la Proprietie interectuellue) নামে অধিক সুপরিচিত। এই BIRPI ই ছিল বর্তমান WIPO এর পূর্বসুরি প্রতিষ্ঠান। মেধাসম্পদের গুরুত্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট সংগঠনটির কাঠামোগত পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

১৯৬০ সালে BIRPI বার্ণ থেকে জেনেভায় স্থানান্তরিত হয়। জেনেভায় জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার অনেক অফিস রয়েছে। এর ফলে BIRPIও এদেরও কাছাকাছি আসতে পারে। এক দশক পরে বিভিন্ন কাঠামোগত ও প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে BIRPI রূপান্তরিত হয় WIPO তে।

১৯৬৭ তে সৃষ্টি হলেও WIPO বাস্তব রূপ লাভ করে ১৯৭০ সালের ২৬ এপ্রিল। WIPO কনভেনশনের আর্টিকেল ৩ (তিন) অনুযায়ী এর অন্যতম লক্ষ্য হল সমগ্র বিশ্বব্যাপী মেধাসম্পদ সুরক্ষার উন্নয়ন সাধন করা।

১৯৭৪ সালে WIPO জাতিসংঘের একটি বিশেষায়িত সংস্থা হিসেবে রূপ লাভ করে।

১৯৯৬ সনে World Trade Organization (WTO) এর সাথে একটি সহায়তা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে WIPO এর ভূমিকা বিশ্বব্যাপী আরও সম্প্রসারিত করে। ছোট্ট BIRPI আজ WIPO তে রূপান্তরিত হয়ে অনেক বিস্তৃত আকার ধারণ করেছে। BIRPI র স্টাফ ছিল মাত্র ৭ (সাত) জন। WIPO তে কাজ করছে এখন প্রায় ১২৩৮ জন কর্মী। ১৮৭টি দেশ বর্তমান WIPO র সদস্য।

১৮৯৮ সালে BIRPI পরিচালনা করতো শুধুমাত্র ৪ (চারটি) আন্তর্জাতিক চুক্তি। আজ এর উত্তরাধিকারী WIPO ২৬ (ছাব্বিশ) টি চুক্তি পরিচালনা করে। তার মধ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যৌথভাবে পরিচালনা করে ৩ (তিন) টি চুক্তি। WIPO এর সদস্য রাষ্ট্র এবং সচিবালয়ের মাধ্যমে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে, যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল ঃ

- জাতীয় মেধাসম্পদ আইন ও পদ্ধতিসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন;
- ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেধাসম্পদ স্বত্ব সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক দরখাস্তসমূহ নিষ্পত্তিকরণের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ;
- মেধাসম্পদ সম্পর্কিত তথ্য বিনিময়;
- উন্নয়নশীল এবং অন্যান্য দেশসমূহে আইনগত ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা প্রদান;
- ব্যক্তিগত মেধাসম্পদ সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তিতে সহায়তা দান;
- মেধাসম্পদ সম্পর্কিত তথ্য ব্যবহার ও সংরক্ষণের জন্য মার্জিত তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ।

WIPO নিজের আয় দিয়েই মূলতঃ এর ব্যয় নির্বাহ করে থাকে। জাতিসংঘের অন্যান্য সংগঠনগুলোর মতো WIPO সদস্য রাষ্ট্রের চাঁদার উপর নির্ভরশীল নয়। এর প্রায় ৯০% আয় আসে মেধাস্বত্ব সম্পর্কিত আবেদন প্রক্রিয়াকরণ ও রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম এর ফি হিসেবে। প্যাটেন্ট কো-অপারেশন চুক্তি (PCT), ট্রেডমার্কের জন্য মাদ্রিদ সিস্টেম এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনের জন্য হেগ সিস্টেমের মাধ্যমে আবেদনসমূহ নিষ্পত্তিকরণের প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়।

WIPO র প্রধান হচ্ছেন DG। কোন ব্যতিক্রম ছাড়া ছয় বৎসরের জন্য DG নির্বাচিত হন। Co-ordination কমিটি (৮৩ সদস্য রাষ্ট্রের rotating committee) DG হিসেবে প্রার্থী মনোনয়ন করে General Assembly তে প্রেরণ করে। মনোনয়নকৃত প্রার্থী General Assembly কর্তৃক চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হন। এ পর্যন্ত WIPO তে DG হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ৪ (চার) জন। তন্মধ্যে তিনজন একাধিকবার নির্বাচিত হয়েছেন।

**WIPO এর DG :**
প্রথম-George Bodenhausen-১৯৭০-১৯৭৩
দ্বিতীয়-Arpad Bogsch-১৯৭৩-১৯৯৭
তৃতীয়-Kamil Idris-১৯৯৭-২০০৮
চতুর্থ-Francis Gurry-২০০৮-অদ্যাবধি।

**WIPO'র কার্যপরিধিঃ**
১। মূল এলাকাঃ বিশ্বব্যাপী উদ্ভাবক এবং মেধাসম্পদ স্বত্বাধিকারীগণের অধিকার সুনিশ্চিত করার কাজে WIPO নিয়োজিত। যার ফলে আবিষ্কারক লেখক ও শিল্পীগণ স্ব-স্ব ক্ষেত্রে স্বীকৃতি পাচ্ছেন ও পুরস্কৃত হচ্ছেন। মেধাসম্পদ পণ্যের বাজারজাত করণে একটি স্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উন্নয়নেও WIPO বিরাট সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

মূলতঃ তিনটি প্রধান ক্ষেত্রে WIPO এর কার্যক্রম বিস্তৃত রেখেছেঃ
১) আন্তর্জাতিক মেধাসম্পদ আইনের ক্রমোন্নয়ন;
২) জাতীয় ও আঞ্চলিক স্তরে মেধাসম্পদ উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে মেধাসম্পদকে কার্যকরী মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারে উন্নয়নশীল দেশসমূহকে সহায়তা প্রদান; এবং
৩) বিভিন্ন দেশে শিল্প এবং বেসরকারি খাতকে মেধাস্বত্বের সুরক্ষাপ্রাপ্তি সহজীকরণ বিষয়ে সহায়তা প্রদান।

WIPO এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সহায়তায় বিশ্বব্যাপী মেধাসম্পদ উন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছে যার উদ্দেশ্য হল এর সকল সদস্য যাতে সম্পদ সৃষ্টি ও আন্তর্জাতিক উন্নয়নের জন্য একটি কার্যকরী ও লাগসই মেধাসম্পদ নীতির মাধ্যমে সর্বোচ্চভাবে উপকৃত হতে পারে তা নিশ্চিত করা।

WIPO এর একটা সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য আছে। তা হচ্ছে মেধাসম্পদ অধিকার সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণার উপর ভিত্তি করে একটা মেধাসম্পদ সংস্কৃতি (IP Culture) সৃষ্টি। এ জন্যে WIPO'র লক্ষ্য হচ্ছে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সরকারি কর্মকর্তা, নীতি নির্ধারক, উদ্ভাবক ও শিল্প উদ্যোক্তা এদের সকলকে মেধাসম্পদ ও উদ্ভাবনের গুরুত্ব সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিত ও সচেতন করে তোলা, যাতে মেধাসম্পদ সংস্কৃতি সৃষ্টিতে তাঁরা নিজেদের সম্পৃক্ত করতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

**২। বহির্মুখী ভূমিকাঃ**
আন্তর্জাতিক মেধাসম্পদ সম্প্রদায়ের সাথে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও সম্পর্ক বজায় রাখা WIPO'র একটা অন্যতম কৌশল। সে জন্য WIPO ব্রাসেলস, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন ডিসি এবং সিঙ্গাপুরে লিয়াজো অফিস স্থাপন করেছে। এর মাধ্যমে WIPO শিল্পপতি, এনজিও এবং সুশীল সমাজের সাথেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখছে এবং WIPO র বাইরে অবস্থিত দপ্তরগুলোর সাথে একটা পারস্পারিক সৌহার্দ্যপূর্ন ও লাভজনক কর্মসম্পর্ক উন্নয়ন করে চলেছে ও পারস্পারিক কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধনও করছে-পূর্বের গতানুগতিক ব্যবস্থায় যা ছিল অনুপস্থিত। এ ক্ষেত্রে WIPO যে বিশেষ কাজগুলো করছে তা নিম্নরূপঃ

শিল্প প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী এবং পেশাগত সমিতি, সুশীল সমাজ ও এনজিওদের সাথারণ মেধাসম্পদ, তাদের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট মেধাসম্পদ বিষয়, মেধাসম্পদের উন্নয়ন ও সুরক্ষায় WIPO'র ভূমিকা সম্পর্কে জ্ঞানদানের জন্য সেমিনার ওয়ার্কশপ, সিম্পোজিয়াম ও ব্রিফিং এর আয়োজন।

**সুশীল সমাজ**
শুরু থেকেই WIPO মেধাসম্পদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এনজিওর কার্যক্রমে সহায়তা দিয়ে আসছে। প্রায় ২৫০টিরও বেশী এনজিও WIPO'র meeting এ Observer এর মর্যাদাপ্রাপ্ত। Observer এর মর্যাদাপ্রাপ্ত এনজিও গুলো সকল WIPO মিটিং এ অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রিত হয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মেধাসত্ব মান নির্ধারণের বিতর্কে অংশ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

**বেসরকারী সেক্টরঃ**
শিল্প ও বেসরকারী সেক্টরে WIPO বেশ কিছু সাহায্য প্রদান করে থাকে। এ ক্ষেত্রে WIPO জাতিসংঘের একটা অনন্য এবং একক প্রতিষ্ঠান। এটা সংগঠনকে একটা তাৎপর্যপূর্ণ আয় অর্জনে সক্ষম করে তোলে। এর ফলে ঐ সংগঠন প্রদত্ত সেবার প্রধান ব্যবহারকারী শিল্প এবং বেসরকারী সেক্টরের সাথে উক্ত সংগঠনের একটা সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যেমনঃ
- Patent Co-operation Treaty এর মাধ্যমে একই সাথে ১২৫ টারও বেশী দেশে কোন উদ্ভাবনের সুরক্ষা পাওয়া যেতে পারে।
- Madrid system এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন করা যায়।
- Hague system এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ডিজাইন রেজিস্ট্রেশন করা যায়।
- WIPO এর Arbitration and Meditation Centre এর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিবাদসমূহ নিস্পত্তি করা হয়।
- WIPO অঞ্চলভিত্তিক মেধাসম্পদ অধিকার নিশ্চিত করে।

**সহায়তা সম্প্রসারণ**
**ক্ষুদ্র এবং মাঝারি সংস্থা সম্পর্কিত কার্যক্রমঃ**
WIPO'র অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে এ তথ্যটি সকলকে অবহিত করা যে মেধাসম্পদ হচ্ছে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। এ কারণে সাম্প্রতিককালে সংগঠনটি বেশ কিছু নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এর লক্ষ্য হচ্ছে যারা এখনও মেধাসম্পদকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করেনি তাদের মাঝে মেধাসম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা জাগ্রত করা। ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংস্থার সাথে WIPO'র কার্যক্রম এধরণের প্রোগ্রামগুলোর মধ্যে একটি।

এ প্রোগ্রামের মাধ্যমে উদ্যোক্তা, উদ্ভাবক, সৃষ্টিশীল ব্যক্তি, SME এবং সংশ্লিষ্টগণের জন্য গাইডলাইন, অনুশীলন মডেল এবং কেস স্টাডি বিভিন্ন মিডিয়া, সংবাদপত্র সিডি-রম এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংকলন এবং প্রচার করা হয়। ২০০৪ সালে ব্যবসা ক্ষেত্রে মেধাসম্পদের প্রভাব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত দু'টো গাইড প্রকাশ করা হয়েছেল, যা বিশ্বের ৫০ টিরও বেশী দেশে বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত করে প্রচার করা হয়েছিল। ঐ দু'টো গাইডের শিরোনাম ছিল 'Making a Mark' ও 'Looking good'. প্রথমটি ছিল ট্রেডমার্ক এর উপর এবং দ্বিতীয়টি ছিল ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডিজাইন এর উপর। SME এসোসিয়েশন, আবিষ্কার বা উদ্ভাবনের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) প্রতিষ্ঠান, পেশাগত সংগঠনসমূহ এবং চেম্বার অব কমার্সকে মেধাসম্পদ সম্পর্কিত বিষয়ে সহায়তা দানও এ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

### ঐতিহ্য সংরক্ষণ

ঐতিহ্যগত জ্ঞানের (Traditional Knowledge) সংরক্ষণ, সুরক্ষা এবং এর সঠিক ব্যবহার সম্পর্কিত বিষয়টি বর্তমানে আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারনে বিশেষ মনোযোগ পাচ্ছে। এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো হচ্ছে কৃষি, খাদ্য ও পরিবেশগত বৈচিত্র। বিশেষ করে জীববৈচিত্র সংরক্ষণ, ঐতিহ্যগত ঔষধাদি, সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যসেবা, মানবাধিকার ও লোকজ বিষয়সমূহ এবং ব্যবসা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি। এ বিষয়ে WIPO বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

### বাংলাদেশে WIPO এর ভূমিকাঃ

WIPO অনুন্নত/উন্নয়নশীল দেশসমূহের মেধাসম্পদ ব্যবস্থা উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশে মেধাসম্পদের অবস্থান আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার জন্যে WIPO কাজ করে চলেছে। সে লক্ষ্যে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তরের (ডিপিডিটি) সাথে WIPO'র ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় আছে। পরীক্ষকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য WIPO দেশে ও বিদেশে মেধাসম্পদের উপর বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করছে। প্রতিবছর বেশ কিছু সংখ্যক কর্মকর্তাকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে পাঠানো হচ্ছে। চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে WIPO থেকেও মেধাসম্পদ বিষয়ে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশে প্রেরণ করা হয়, যারা এ দেশে এসে ডিপিডিটি'র কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। অফিস ব্যবস্থাপনাকে কম্পিউটারাইজড করার জন্য WIPO ইতোমধ্যে কিছু সংখ্যক কম্পিউটার সরবরাহসহ প্রশিক্ষণ সহযোগিতা প্রদান করেছে। এর ফলে প্রায় ৬০ হাজার পুরানো নথির বিষয়বস্তু কম্পিউটারে ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে অফিসের বেশকিছু কাজ automated করা সম্ভব হয়েছে।

মেধাসম্পদ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে WIPO কিছু কিছু সেমিনার ও ওয়ার্কশপ আয়োজনেরও উদ্যোগ নিয়েছে। গত অক্টোবর মাসে এধরনের একটি সেমিনার আয়োজনের কর্মসূচি রয়েছে। মেধাসম্পদ সম্পর্কিত প্রচলিত আইনসমূহকে যুগোপযোগি ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করার জন্যেও WIPO সহায়তা প্রদান করছে। বাংলাদেশে বর্তমানে কোন IP Policy নেই। WIPO কর্তৃক মনোনীত দু'জন পরামর্শক দু'টো খসড়া IP Policy প্রস্তুত করেছেন। এ বিষয়ে স্টেকহোল্ডারদের মতামত নেয়ার জন্য গত জুন মাসে বাংলাদেশে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। একই সাথে আন্তর্জাতিক IP তথ্যভান্ডারে প্রবেশের জন্য ঢাকায় একাধিক স্থানে TISC (Technology and Innovation Support Center) প্রতিষ্ঠার উদ্যোগও WIPO'র মাধ্যমে নেয়া হচ্ছে। TISC সম্পর্কে ধারণা প্রদানের জন্য WIPO'র উদ্যোগে ইতোমধ্যে ঢাকায় একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। WIPO'র অর্থানুকূল্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি IP একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে IP এর উপর উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একাধিক শিক্ষককে WIPO কর্তৃক বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে ইতালির তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

আশা করা যায় এ সবের মাধ্যমে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ মেধাসম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে অধিকতর অগ্রগতি অর্জনে সক্ষম হবে।

* যুগ্ম সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়

## মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

মহান বিজয় দিবস ২০১৪ উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ২৪ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে বিসিআইসি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু এমপি বলেন, ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গেরিলা যুদ্ধের সিভিল রূপরেখা ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বলেন, ৬ দফা ঘোষণার পর থেকেই পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠি বঙ্গবন্ধুকে ষড়যন্ত্রকারি হিসেবে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। একারণে বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ ভাষণে সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা না করে 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম; এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বলে কৌশলে দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা না চাইলে পশ্চিম পাকিস্তানিদের সাথে আপোষ করে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। বঙ্গবন্ধু জীবনের ঝুঁকি নিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়ে বহু প্রত্যাশিত বিজয় ছিনিয়ে এনেছিলেন। 'ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তির সার্বজনীন ব্যবহার এবং মুজিবযুদ্ধ' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিল্পসচিব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ ফরহাদ উদ্দিন ও সুবেণ চন্দ্র দাস এবং বিসিআইসির পরিচালক মোঃ আবুল কাশেম।

মহান বিজয় দিবস ২০১৪ আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু এমপি

শিল্পবার্তা
বর্ষ ৪-সংখ্যা ৭-১২, মাঘ ১৪২১-২৫ জানুয়ারি ২০১৫

# এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেল বিএবি

বাংলাদেশে অবস্থিত দেশীয় ও বহুজাতিক টেস্টিং ল্যাবরেটরিগুলোকে, ISO/IEC 17025 অনুসারে এ্যাক্রেডিটেশন সার্টিফিকেট প্রদানের আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য সক্ষমতা অর্জন করল শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)। ৮ জানুয়ারি ২০১৫ হংকং-এ অনুষ্ঠিত এশিয়া প্যাসেফিক ল্যাবরেটরি এ্যাক্রেডিটেশন কো-অপারেশন (APLAC) এর পারস্পারিক স্বীকৃতি বিষয়ক সভায় (Mutual Recognition Arrangement Council/MRA Council) বিএবি'র এ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। শিল্প ভবনে অবস্থিত বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের কার্যালয় পরিদর্শন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু আনুষ্ঠানিকভাবে এ স্বীকৃতির কথা জনসম্মুখে প্রকাশ করেন।

রপ্তানির ক্ষেত্রে গুণগতমান বজায় রাখতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড গঠন করা হয়। বিএবি'র ল্যাবরেটরি এ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রম আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ায় বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি পণ্যের রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান কারিগরি ও অশুল্ক বাধা (Technical Barriers to Trade-TBT) অনেকাংশে দূর হবে এবং রপ্তানি বাণিজ্য উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে।

তিনি বলেন, পণ্যের গুণগতমান উন্নত করার পাশাপাশি পরীক্ষণ ল্যাবরেটরির সক্ষমতা বাড়াতে হবে। সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিএবি এ পর্যন্ত বিভিন্ন ল্যাবরেটরির ৪২২ জন কর্মকর্তাকে মান ও টেকনিক্যাল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড বর্তমানে পণ্যের ওজন ও পরিমাপ (ক্যালিব্রেশন), মেডিকেল ল্যাবরেটরি, সার্টিফিকেশন বডি ও হালাল সার্টিফিকেশনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করছে। খুব শিগ্রই এসব খাতেও বিএবি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর ফলে বিদেশ থেকে পণ্যের গুণগত মান পরীক্ষার সনদ নিতে যে অর্থ ও সময় খরচ হয়, তা সাশ্রয় হবে।

বিএবি এর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের ঘোষণা অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী

## আমাদের কথা

ইতিহাসের খেরো খাতায় শিল্প শব্দটি কবে কিভাবে যুক্ত হয়েছে সে বিষয়ে অনেক কথা থাকলেও সুতিকাগারে শিল্প যে এ নামে পরিচিত ছিল না তা হলফ করেই বলা যায়। মানুষের প্রয়োজনে মানুষ পণ্য উৎপাদন করেছে সভ্যতার শুরু থেকেই। এ জন্য ব্যবহার করেছে প্রাকৃতিক সম্পদ আর সমসাময়িক প্রযুক্তি। পণ্যের বিকাশ ও উন্নয়ন ঘটেছে (নির্দিষ্ট কোন পণ্যের), বেড়েছে ব্যবহার, চাহিদা। আর সময়ের পরিসরে এ প্রক্রিয়ার সাথে ক্রমবর্ধমান সংযুক্তি ঘটেছে মানুষ ও উন্নততর প্রযুক্তির। এক সময় বিকশিত সে পণ্য শিল্প নামে পরিচিত হয়েছে। আদিতে শুধু পণ্য উৎপাদন শিল্পের সমার্থক বলে বিবেচিত হলেও কালের ব্যবধানে শিল্পের সাথে পণ্যের পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে সেবা। বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্যে অগ্রসরমান শিল্পের সাথে যুক্ত হয়েছে দেশের অর্থনীতি ও অর্থনীতির অপরিহার্য অনুষঙ্গ পুঁজি, শ্রম, বাজার, প্রযুক্তি, চাহিদা, যোগান ইত্যাদি। হেন প্রেক্ষাপটে আধুনিক বিশ্বের যেকোন দেশের শিল্পবিকাশ শুধুমাত্র নিজ ভূ-সীমার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল নয়। বিশ্বায়নের প্রভাব শিল্পের অগ্রযাত্রার পথে সুস্পষ্ট ও অন্যতম বিবেচ্য বিষয়। তাই বাংলাদেশের শিল্প উন্নয়নের গতিধারায় পণ্য ও সেবা উৎপাদনে স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করা, আন্তর্জাতিক মান অর্জন ও বজায় রাখা এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে তুলনামূলক বাণিজ্যিক সুবিধা বিবেচনায় রাখা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের চলমান কার্যক্রমে সে আবশ্যকীয় বিষয়সমূহ বিবেচনা এবং সে মোতাবেক কৌশল গ্রহণের প্রতিফলন ঘটছে। শিল্প বার্তার সীমিত পরিসরে শিল্প মন্ত্রণালয়ের বিশেষ বিশেষ কিছু কাজের বিবরণ প্রকাশ করার প্রয়াস থাকে। এ সংখ্যাতেও সে প্রয়াসের ব্যতিক্রম কিছু ঘটেনি।

শিল্পবার্তা প্রকাশনা পরিষদের কেউই পেশাদার নয়। তবুও কাজের ফাঁকে তাঁদের এ প্রচেষ্টার ত্রুটি বিচ্যুতির দায় তাদেরই। শিল্প বার্তার মান বা অন্য যেকোন বিষয়ে ভালমন্দ মতামত বা পরামর্শ সব সময়ই প্রত্যাশিত ও সাদরে আমন্ত্রিত। ইতোমধ্যে যাঁরা লিখে, তথ্য প্রদান করে বা দিক নির্দেশনা/পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন সম্পাদনা পরিষদ তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। ভবিষ্যতে আরও তথ্য সমৃদ্ধ মানসম্মত লেখা দেয়ার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

-সম্পাদনা পরিষদ

প্রকাশনায় : শিল্প মন্ত্রণালয়, শিল্প ভবন, ৯১ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০, ই-মেইল : shilpabarta.moind@gmail.com, Web : www.moind.gov.bd